24 JUL 2008

এ কেমন পড়াশোনা

দু'বছরের কোর্সে ভর্তি হতেই দেড় বছর লাগে!

মুশতাক আহমদ

দু'বছরের প্রোগ্রামে ভর্তি হতেই লাগে দেড় বছর! এ দুরবস্থা প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। নিয়মানুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল প্রোগ্রাম দু'বছরের। এর প্রথম বছর কোর্স এবং দ্বিতীয় বছর থিসিস কার্যক্রম। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সর্বশেষ ব্যাচের ভর্তি কার্যক্রমেই দেড় বছর পার করেছে। শুধু তাই নয়, এই প্রোগ্রামে বর্তমানে তিন বছরের সেশনজট লেগে আছে। বর্তমানে যে ব্যাচে ভর্তি নেয়া হচ্ছে সেটা হল ২০০৪-২০০৫। এ ব্যাচকে ২০০৪ সালের জুলাই মাসেই ভর্তি করানোর কথা।

উপাচার্য অধ্যাপক এসএমএ ফায়েজ এ ব্যাপারে যুগান্তরকে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত বন্ধের কারণে চলতি ব্যাচের ভর্তিতে বিলম্ব হয়ে গেছে। গত বছরের আগস্ট-সেপ্টেম্বরেই এমফিলের এ ব্যাচটির ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হতো। অনির্ধারিত ছুটির

লাগে : পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৬

লাগে : বছর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কারণে এখানেই প্রায় ৮ মাস বেশি লেগেছে।

এদিকে ভর্তিতে দেড় বছর লাগার মধ্যেই শেষ নয়। এরপর কোর্সের ক্লাসের জন্যও অপেক্ষা করতে হয় দিনের পর দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বিভিন্ন বিভাগে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, কোন কোন বিভাগে গবেষকদের কোর্স পছন্দের তালিকা জমা দেয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ বিভাগেই বিষয়টি নিয়ে কোন নড়াচড়া পড়েনি। নাম প্রকাশ না করে দর্শন, বাংলা, মৃত্তিকা বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকরা বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রমের মূল স্পিরিট হচ্ছে নতুন জ্ঞান সৃষ্টি। আর গবেষণাই হচ্ছে এ জ্ঞান সৃষ্টির একমাত্র প্রক্রিয়া। কিন্তু এভাবে দেশের প্রধানতম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা কার্যক্রমের বেহাল দশা সৃষ্টি হলে তা প্রকারান্তরে জাতির জন্যই ক্ষতিকর হবে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল প্রোগ্রামে ভয়াবহ সেশনজট চলছে। এই জুলাইয়ে ২০০৮-২০০৯ সেশনের গবেষকদের ভর্তি আহ্বান করার কথা থাকলেও ২০০৫-২০০৬ সেশনের জন্য দরখাস্ত ডাকা হচ্ছে।

সর্বশেষ গত বছরের ১৮ মার্চ ২০০৪-২০০৫ সেশনের এমফিল প্রোগ্রামের দরখাস্ত আহ্বান করা হয়েছিল। ২৫ এপ্রিলের মধ্যে মোট ৪৬৭ জন আবেদন করেন। শর্ত পূরণ না করায় ২৭ জনের আবেদন বাতিল হয়েছিল। এর প্রায় ১০ মাস পর চলতি বছরের ১৬ ফেব্রুয়ারি তা বোর্ড অব অ্যাডভান্সড স্টাডিজ এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি একাডেমিক কাউন্সিলে উত্থাপিত হয়। পরে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে গবেষকদের রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ পর্বেও শুরু হয় আরেক ঢিলেঢালা কারবার। এমফিল দফতরের দু'কর্মকর্তা শেখ মোঃ জামাল এবং আবদুল গাফফার অনিয়মিত অফিস করেন। তাদেরই ঢিলেমির কারণে প্রায় সাড়ে ৩ মাস লেগে যায় রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়ায়। সর্বশেষ ২৯ মে রেজিস্ট্রেশন নম্বরসহ কলা ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে নিবন্ধিত ১১৮ জন গবেষণা প্রার্থীকে নোটিশ দেয়া হয়।

এ ব্যাপারে শেখ মোঃ জামালের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি কোন কথা বলতে রাজি হননি।

উপাচার্য অধ্যাপক ফায়েজ বলেন, গবেষণা কার্যক্রম নিরবচ্ছিন্ন ও অবাধ রাখতে তারা তৎপর। এ ব্যাপারে আরও ইতিবাচক এবং যৌক্তিক পদক্ষেপ নেয়া হবে।